দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গ ঃ তিন বস্তা নকল

গুরুদয়াল কলেজ কেন্দ্রে ডিগ্রী পরীক্ষা যে কেমন হইতেছে উহার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে আমাদের প্রতিবেদনে। মাত্র দুইটি কক্ষের ১৬৪ জন পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে যে নকল উদ্ধার করা হইয়াছে উহার পরিমাণ তিন বস্তা। শরীর তল্লাশি করিলে আরও এক বস্তা পাওয়া যাইত। এই তল্লাশি কর্ম চালাইয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষকবৃন্দ গত ৩০শে মার্চ। স্থানীয় পরীক্ষা পরিদর্শকরা কক্ষের ভিতরে ঢুকিতে পারেন নাই। বাহিরে ছিলেন। এর আগে নকল ধরিতে যাইয়া দুইজন শিক্ষক এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট নির্মমভাবে প্রহৃত হওয়ার পর শিক্ষক পরিষদ সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন পরীক্ষা কেন্দ্রে যাইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে এমন ভয়ভীতি দেখানো হইয়াছে যে, তাঁহারা সাহস পান নাই। জেলা প্রশাসক গুরুদয়াল কেন্দ্রটি বাতিল করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইহাই হইল সামগ্রিক ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। ইহাই হইল আমাদের দেশের একটি কেন্দ্রের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের মানসিকতার স্তর। এই ঘটনা ছাত্রসমাজের জন্য কি যে এক দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিল তাহা ভাষায় প্রকাশের যোগ্য নহে। পরীক্ষার্থীরা বই খুলিয়া পরীক্ষা দিবে অথচ তাহাদিগকে বাধা দেওয়া যাইবে না, এ কেমন পরিস্থিতি? শিক্ষক-ম্যাজিস্ট্রেট সবাইকে মার খাইতে হইবে নকল ধরিতে গেলে, এ কেমন অবস্থা? আমরা জানি না এবং আমরা বুঝিতেও অক্ষম, কিভাবে তাহারা এত সাহস পাইল? কাহাদের প্রশ্রয়ে তাহাদের ক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, ইহা অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করার দরকার আছে। না হইলে শুধু শিক্ষা কেন্দ্রেই নহে, সমগ্র সমাজদেহেই এই ক্ষত বিষ ছড়াইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ঐ কেন্দ্র হইতে যাহারা ডিগ্রী পরীক্ষা দিতেছে তাহারা তো মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করিয়া ডিগ্রী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা হইলে সেই পরীক্ষাগুলি ইহারা পাস করিল কিভাবে? একই পদ্ধতিতে? প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে।

আমরা মনে করি, এই ঘটনার পিছনে আছে মুষ্টিমেয় পরীক্ষার্থী। তাহারা যখন বেপরোয়া হইয়া নকল করিতে শুরু করিয়াছে, তখন কেন্দ্রের অন্যরাও উহাতে যোগ দিয়াছে। কয়েকজন যখন বাধাবন্ধহীনভাবে নকল করে তখন অন্যরাও তাহাদিগকে অনুসরণ করে প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া না পড়ার জন্য। ফলে অপরাধীদের জোট বড় হয়। গুরুদয়াল কলেজ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে হয়তো ঘটনাটা এরকমই ঘটিয়াছে এবং ইহার ফলে পরিস্থিতির এতখানি অবনতি ঘটিয়াছে। উক্ত কেন্দ্রটি বাতিল করার সুপারিশ করা হইয়াছে। বাতিল তো অবশ্যই করা উচিত—কিন্তু উহাই সম্ভবতঃ এ ধরনের অপরাধের জন্য যথেষ্ট নহে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উচিত এ সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর করা এবং যাহারা এই ঘটনার প্রধান উদ্যোক্তা এবং যাহারা নেপথ্য উস্কানিদাতা, তাহাদের সকলকে চিহ্নিত করিয়া শিক্ষাগত এবং আইনগত দুই ধরনেরই ব্যবস্থা লওয়া উচিত। যাহাতে এই ধরনের লজ্জাজনক, কলংকিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হইতে পারে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের নিকট জোর দাবী জানাইতেছি।